৩৬ বছর পর বদলে যাচ্ছে সাত বীরশ্রেষ্ঠর গ্রাম

স্বাধীনতার পর পেরিয়ে গেছে ৩৬টি বছর। এই দীর্ঘ সময়ে স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে গালভরা অনেক কথা বলা হলেও বীরশ্রেষ্ঠদের স্মৃতি রক্ষার্থে নেওয়া হয়নি তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ। ফলে এরই মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে অনেক স্মারক, হারিয়ে গেছে বহু স্মৃতি। দেরিতে হলেও অবশেষে নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ। সাত বীরশ্রেষ্ঠর জন্মগ্রামে শুরু হয়েছে জাদুঘর নির্মাণের কাজ। পাশাপাশি বদলে যাচ্ছে গ্রামগুলোর নাম। বীরশ্রেষ্ঠদের নামে হচ্ছে গ্রামগুলোর নতুন নাম। এসব কর্মকাণ্ডের সর্বশেষ অবস্থা ও বীরশ্রেষ্ঠদের পরিবারের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমাদের এই বিশেষ আয়োজন।

চিত্রাপারের ছেলে

অশোক সেন, যশোর ও কার্তিক দাস, নড়াইল

একাত্তরের মার্চে শেষবার বাবা নূর মোহাম্মদকে দেখেছিলেন ছেলে মোস্তফা কামাল। তখন তাঁর বয়স মোটে আট বছর। বাবার সঙ্গে সাইকেলে চড়ার একটা ঘটনা আজও তাঁর মনে আছে। সাইকেলে চড়ার সময় তাঁর হাতে ছিল একটি কঞ্চি, তার খোঁচা লেগে নূর মোহাম্মদ শেখের কপাল কেটে যায়। রক্ত দেখে আঁতকে উঠেছিলেন মোস্তফা, বলেছিলেন, 'দেখো, বাবা, কত রক্ত!' উত্তরে বাবা সেদিন স্বগতোক্তি করেছিলেন, 'আরও কত রক্ত ঝরবে!' শিশু মোস্তফা এ কথার মর্মার্থ সেদিন বুঝতে পারেননি।

ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখের জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইলের চণ্ডীবরপুর ইউনিয়নের মহিষখোলা গ্রামে। ছোটবেলায় মা-বাবা হারানো নূর মোহাম্মদ লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে ১৯৫৯ সালে যোগ দেন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসে (ইপিআর)। যশোরে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ল্যান্স নায়েক থাকার সময় স্বাধিকার সংগ্রামে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা দেশ। ইপিআরেও লাগে তার ঢেউ। যশোরের ইপিআর দপ্তর হয়ে ওঠে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বের সদর দপ্তর। শার্শা উপজেলার একেবারে উত্তর প্রান্তে কাশিপুর সীমান্ত ফাঁড়িতে গড়ে তোলা হয় মুক্তিফৌজের ক্যাম্প। কাশিপুর সীমান্ত ঘাঁটির অদূরে গুলবাগপুরের দায়িত্ব পান নূর মোহাম্মদ। কয়েক দিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত নূর মোহাম্মদের কাছে ৫ সেপ্টেম্বর খবর পৌঁছায়, শত্রুবাহিনী কপোতাক্ষ পার হয়ে গুলবাগপুর ঘাঁটি দখল করতে এগিয়ে আসছে। গুলবাগপুর হাতছাড়া হলে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে কাশিপুর ঘাঁটি। অসুস্থ শরীর নিয়েই বেরিয়ে পড়েন নূর মোহাম্মদ। সঙ্গী নান্নু আর মোস্তফা। কিন্তু অজান্তে তিন দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে হানাদার বাহিনী, সংখ্যায় তারা শতাধিক। আর নূর মোহাম্মদরা মোটে তিনজন। অবশ্য আশপাশের গ্রামগুলোতে ততক্ষণে অবস্থান নিয়েছেন আরও জনাবিশেক মুক্তিসেনা। পিছু হটার পথও খোলা নেই। ভারী অস্ত্র বলতে একটি এলএমজি। দুই ঘণ্টা ধরে অসম যুদ্ধ চলে। হঠাৎ মর্টারের আঘাতে গুঁড়িয়ে যায় নূর মোহাম্মদের হাঁটু, ডান কাঁধে আঘাত হানে আরেকটি গুলি। দুজন গুরুতর আহত, অক্ষত শুধু মোস্তফা, তিনিও ক্লান্ত। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নান্নু আর মোস্তফাকে ঘাঁটিতে ফেরত পাঠিয়ে দেন নূর মোহম্মদ। ততক্ষণে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি থেকে মুক্তিযোদ্ধারাও পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ তীব্র করে। একপর্যায়ে পাকিস্তানিরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। নিজের জীবনের বিনিময়ে নূর মোহাম্মদ যুদ্ধক্ষেত্রে সহযোদ্ধাদের এবং অস্ত্র রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। সহযোদ্ধারা তাঁকে কাশিপুরে সমাহিত করেন। পরে সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলা হয়েছে। পাশের সাড়াতল বাজারে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলেজ।

স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর এ বীরশ্রেষ্ঠর জন্মগ্রাম মহিষখোলার নাম হতে চলেছে নূর মোহাম্মদনগর। নূর মোহাম্মদের স্মরণে সরকার হাতে নিয়েছে আরও কিছু প্রকল্প, যার মধ্যে রয়েছে লাইব্রেরি ও জাদুঘর। প্রস্তাবিত নূর মোহাম্মদনগরেই এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই গ্রামে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউশন এমনকি দেখভাল করার মতো তেমন কোনো জনবল ও পরিবেশ না থাকায় পাশের ফেদি গ্রামে স্থাপনাগুলো নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। জেলা পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ মহাবিদ্যালয়ের দান করা ১২ শতাংশ জমির ওপর এই স্থাপনাগুলো হচ্ছে। নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে ৬২ লাখ ৯০ হাজার টাকা। গত ৭ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ভবন উদ্বোধনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

হচ্ছে জাদুঘর, স্মৃতিস্তম্ভও চাই

আজাদ রহমান, ঝিনাইদহ

যুদ্ধের মধ্যে একবার বাড়ি এসেছিলেন হামিদুর রহমান। ফিরে যাওয়ার সময় মাকে কথা দিয়েছিলেন, 'দেশকে শত্রুমুক্ত করে বাড়ি ফিরে আসব।' তিনি আর ফেরেননি, কিন্তু জীবন দিয়ে দেশকে মুক্ত করে গেছেন।

মৃত্যুর ৩৬ বছর পর এই শহীদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর গ্রামে লাইব্রেরি ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণের কাজ শুরু করেছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার খোর্দ্দ-খালিশপুর গ্রামের মরহুম আক্কাচ আলীর বড় ছেলে হামিদুর রহমান। অভাবের সংসার চালাতে হিমশিম খেতেন তাঁর বাবা। হামিদুরের তাই লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি। অল্প বয়সে চাকরির খোঁজে বাড়ি ছাড়েন। ১৯৭০ সালে প্রথমে আনসার বাহিনীতে এবং ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি নৌবাহিনীতে যোগ দেন। একই বছরের ২৮ অক্টোবর মৌলভীবাজার এলাকায় যুদ্ধরত অবস্থায় বীরের মতো শহীদ হন। সহযোদ্ধারা ভারতের আমবাসা গ্রামে তাঁকে দাফন করেন। গত ১০ ডিসেম্বর সেখান থেকে তাঁর দেহাবশেষ এনে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর হামিদুর রহমানের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ছোট ভাই ফজলুর রহমান জানান, ভাইয়ের নামে তাঁদের গ্রামে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। আর ঝিনাইদহ শহরে আছে একটি স্টেডিয়াম।

তিনি জানান, এলাকাবাসী ১৯৯৯ সালে ভাইয়ের নামে খালিশপুর বাজারে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। আট বছর ধরে কলেজটি বন্ধের চক্রান্ত করা হয়েছে। অবশেষে গত ২৭ নভেম্বর কলেজটি এমপিওভুক্ত হয়েছে।

ফজলুর রহমান জানান, হামিদুর রহমান নামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সরকার। কিন্তু স্থানীয় এক রাজনীতিবিদের চক্রান্তে সেটি বন্ধ হয়ে যায়।

গত বছর তাঁরা জানতে পারেন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে তাঁদের গ্রামে একটি লাইব্রেরি ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ করা হবে। চলতি বছরের ১২ জুন কলেজ প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে নির্মাণকাজ। ৬২ লাখ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন এই লাইব্রেরি ও জাদুঘরের কাজ প্রায় শেষের পথে বলে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ রফিউদ্দিন।

আরেক ভাই শুকুর আলীর স্ত্রী সুপ্রিয়া পারভিন জানান, হামিদুর রহমানের বাড়ি দেখতে এসে অনেকেই পথ ভুল করে। মহাসড়ক থেকে গ্রামের রাস্তায় নামার জায়গায় একটি গেট থাকলে এই সমস্যা হতো না। রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এটি সংস্কার করা দরকার। তাঁর নামে ধলই ফাঁড়িতে একটি স্মৃতিসৌধ আছে। কিন্তু এটি মৌলভীবাজার জেলার নিভৃত অঞ্চলে লোকচক্ষুর আড়ালে পড়ে গেছে। পুষ্পস্তবক অর্পণের জন্য কলেজ প্রাঙ্গণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের দাবি জানান তিনি।

'জাদুঘরের জায়গাটা যদি সরকার দিত!'

তৌফিক মারুফ, বরিশাল

সাফিয়া খাতুনের বয়স এখন ৮৫ বছর। তিন ছেলে আর পাঁচ মেয়ের মধ্যে জীবিত আছেন শুধু দুই মেয়ে ও এক ছেলে। এখন নাতি-নাতনিদের সঙ্গে কাটে তাঁর সময়। এখনো চোখে ভাসে ছেলে জাহাঙ্গীরের শেষ বিদায়...শেষ চিঠি।

সেসব দিনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সাফিয়া বেগম বলেন, 'চাকরি নেওয়ার পর মাত্র একবার বাড়িতে এসেছিল জাহাঙ্গীর। তখন কোলে মাথা রেখে কেবল দোয়া করতে বলত।' বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কয়েক দিন আগে মা একটি চিঠি পান। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'সামনের কোরবানি ঈদে বাড়ি আসব।' এরপর কত কোরবানি ঈদ এল, গেল, জাহাঙ্গীর আর এলেন না।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের পৈতৃক বাড়ি বরিশালের বাবুগঞ্জের আগরপুর ইউনিয়নের রহিমগঞ্জ গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই জুটে যায় সেনাবাহিনীর চাকরি। কর্মস্থল পশ্চিম পাকিস্তান। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পালিয়ে এসে যোগ দেন যুদ্ধে। '৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে শহীদ হন দেশের এই বীরসেনানী। তাঁরই ইচ্ছানুসারে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ প্রাঙ্গণে।

ছেলের মৃত্যুর ছত্রিশ বছর পর নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে সাফিয়া বেগম বললেন, 'ছেলে গেছে, রাষ্ট্র পাইছি, বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরের মা হইছি; এর চেয়ে গর্বের আর কী থাকতে পারে!' তার পরও একান্ত কিছু কষ্ট আছে: 'সরকার ছেলের নামে জাদুঘর করে দিতে আছে, এইটারে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু ওই জাদুঘরের জন্য জায়গাডার ব্যবস্থাও যদি সরকার করে দিত, তাইলে আরও ভালো হইত।'

নদীভাঙনে বিপর্যস্ত প্রত্যন্ত গ্রাম রহিমগঞ্জ। সিডরে গ্রামটির আরও লণ্ডভণ্ড দশা। এরই মধ্যে চলছে বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর স্মৃতি জাদুঘর ও পাঠাগার নির্মাণের কাজ। সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে বরিশাল জেলা পরিষদ ৪৯ লাখ টাকা ব্যয় করছে এই কাজে। মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের পরিবার থেকে দান করা ৪০ শতাংশ জায়গার ওপরে নির্মীয়মাণ একতলা এই ভবনে থাকবে পাঠাগার, জাদুঘর ও মিলনায়তন। জাদুঘরে থাকবে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভবনের কাজ শেষ হবে।

বদলে যাচ্ছে আগরপুর ইউনিয়নের নামও। শিগগিরই ইউনিয়নটির নাম হবে 'জাহাঙ্গীরনগর'। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। বছর দুয়েক আগে বাবুগঞ্জ উপজেলার দোয়ারিকা সেতুর নাম হয়েছে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু। কিন্তু বরিশাল নগরীতে এখন পর্যন্ত তাঁর নামে কিছু নেই। কেবল নগরীর কাশিপুরে নিজস্ব সম্পত্তির ওপর সরকারি টাকায় একতলা একটি ভবন করে দেওয়া হয় আশির দশকে। এ সময় বাড়ির সামনের একটি গলির নাম দেওয়া হয় শহীদ সরণি। এ ছাড়া মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের নামে '৭৩ সালে রহিমগঞ্জে তাঁদের বাড়ির সামনে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানটির দিকেও সরকার বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ন্যূনতম নজর ছিল না। সে কারণে ওই স্কুলের অবকাঠামোগত সমস্যা প্রবল, শিক্ষার মানও খারাপ।

জন্ম হাজীপুরে, জাদুঘর মৌটুপীতে!

ফরিদ হোসেন বাবুল, ভোলা

বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালের জন্ম ভোলার দৌলতখান উপজেলার হাজীপুর গ্রামে হলে কী হবে, তাঁর নামে স্মৃতি জাদুঘর ও পাঠাগার হচ্ছে ভোলা সদর উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের মৌটুপী গ্রামে। কেন? কারণ, হাজীপুর গ্রামটাই আর নেই, অনেক আগেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। মোস্তফা কামালের মা মালেকা বেগমসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা এখন মৌটুপী গ্রামেই থাকেন। সেখানেই জমি কিনে একটা বাড়ি করে দিয়েছে সেনাবাহিনী।

মোস্তফা কামালের বাবা হাবিবুর রহমানও ছিলেন সেনাসদস্য, হাবিলদার। কুমিল্লা সেনানিবাসে বাবার সরকারি আবাসে কাটে মোস্তফা কামালের ছেলেবেলা। স্কুলে পড়া অবস্থায় '৬৭ সালের শেষ দিকে কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান তিনি। '৬৮ সালে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে চাকরি চূড়ান্ত হওয়ার পরই কেবল পাওয়া যায় তাঁর হদিস। চাকরির দুই বছর পার হতে না হতে শুরু হয় স্বাধিকার আন্দোলন। অচিরেই পাকিস্তান-পক্ষ ত্যাগ করে তাঁর রেজিমেন্ট। ২৮ এপ্রিল আখাউড়ার গঙ্গাসাগরের উত্তরে পাকবাহিনীর সঙ্গে অসম যুদ্ধে শত্রুর গুলিতে শহীদ হন মোস্তফা কামাল।

সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গন থেকে তাঁর মরদেহ আখাউড়া বয়ে এনে সমাহিত করেন। সরকার পরে সেখানে স্থাপন করে বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল স্মৃতি কমপ্লেক্স।
২০০৬ সালে পরিবারের সহায়তায় বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রের শেষ আশ্রয়স্থলটি দেখে এসেছেন মা মালেকা বেগম। বারবার ছুটে যেতে মন চায়, কিন্তু শরীর অসহায়।
‘ছেলে দেশের জন্য শহীদ হইল। দেশের মানুষের লগে আমারও গর্ব হয়। আমি একজন বড় শহীদের, বীরশ্রেষ্ঠর মা। আমার পাওনের আর কিছু নাই। তয় আমার শহীদ পোলার সংসারটায় ভাগ্য লাগে নাই। বেবাকই দুনিয়া ছাড়ল।’ মোস্তফা কামালের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে কেউই বেঁচে নেই, মা ছাড়া থাকার মধ্যে আছে শুধু একটা মাত্র ভাই মোস্তাফিজুর রহমান। ঢাকার কমলাপুরে নবনির্মিত মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে অস্থায়ী মাঠকর্মী পদে চাকরি করেন। গত দুই মাস তাঁর বেতন হয় না। প্রয়াত বাবা হাবিবুর রহমানের পেনশনের মাসিক ৯০০ টাকা আর বড় ভাই বীরশ্রেষ্ঠর মাসিক ভাতা আড়াই হাজার টাকা আট-নয় সদস্যের পরিবারের একমাত্র অবলম্বন। অসুস্থ বৃদ্ধা মায়ের চিকিৎসা-পথ্য জোগানোর পর সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। তাই মোস্তাফিজের চাকরিটা স্থায়ী করার দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সবাই। মোস্তফা কামালের ভাতিজা সেলিম মাহমুদ বলেন, ‘সরকার যদি আমাদের পরিবারের অবস্থা বিবেচনা করে বাবার চাকরিটা স্থায়ী করে দেয় বা নির্মাণাধীন বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল লাইব্রেরি ও জাদুঘরে একটা স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে আমাদের পরিবারটি বাঁচে।’
বীরশ্রেষ্ঠর নামে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলেজ প্রাঙ্গণের এক কোণে ভোলা জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল লাইব্রেরি ও জাদুঘর নির্মাণের কাজ চলছে। জেলা পরিষদ প্রায় সাড়ে ৪৭ লাখ টাকা ব্যয় নির্মাণ করছে এই কমপ্লেক্স। গত ২২ নভেম্বর কাজ শেষ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ৪০ শতাংশের মতো কাজ হয়েছে।

নিজের জন্য আর কিছু চান না বীরগর্ভা
রাসেল আহমেদ, বোয়ালমারী (ফরিদপুর)
’৭১ সালের ২০ এপ্রিল রাঙামাটির মহালছড়ির চিংড়ি খাল এলাকায় যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন মুন্সী আবদুর রউফ। তাঁর ছোট চাচা মুন্সী মোতালেব হোসেন নিজের ছেলে আইয়ুব আলীকে আবদুর রউফের মা মুকিদুন্নেছার হাতে তুলে দেন। সেই থেকে আইয়ুব আলীই তাঁর সন্তান। এখন ফরিদপুরের আড়পাড়া গ্রামে বিডিআরের দেওয়া বাড়িতে আইয়ুব আলীর সঙ্গেই থাকেন মুকিদুন্নেছা।
আবদুর রউফের জন্ম কিন্তু এই আড়পাড়ায় নয়। তাঁর জন্ম ফরিদপুরের বোয়ালমারীর কামারখালী ইউনিয়নের সালামতপুর গ্রামে, ১৯৪৩ সালের ৮ মে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে ’৬৩ সালের ৮ মে তিনি ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে (ইপিআর) সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। ছোট চাচা মুন্সী মোতালেব হোসেন ইপিআরে চাকরি করতেন। তিনিই আবদুর রউফকে ইপিআরে ভর্তি করে দেন।
এই সালামতপুর গ্রামেই ১৭ নভেম্বর স্থাপন করা হলো বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর। ৬২ লাখ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে ফরিদপুর জেলা পরিষদ ওই প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে। বীরশ্রেষ্ঠর পরিবারের ৫২ শতাংশ ও বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ স্মৃতি পরিষদের মাধ্যমে এলাকাবাসীর দেওয়া ৪৮ শতাংশ, মোট এক একর জায়গায় চলছে গ্রন্থাগার ও জাদুঘর নির্মাণের কাজ। মুকিদুন্নেছার একান্ত আগ্রহে তিন বছর আগে গঠিত এই স্মৃতি পরিষদ স্থানীয়ভাবে বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফের জন্ম এবং শাহাদতবার্ষিকী পালনের পাশাপাশি সালামতপুর গ্রামে স্মৃতি জাদুঘর তৈরির আন্দোলন ও জায়গা দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করেছে। বর্তমানে তারা কামারখালী বাজারে ঢুকতে রাস্তার বাঁ পাশে সওজের পরিত্যক্তপ্রায় ৫০ শতাংশ জায়গায় বীরশ্রেষ্ঠের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পাশে অবস্থিত কামারখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের জরুরি চিকিৎসার জন্য সওজের অব্যবহৃত ডাকবাংলো চত্বরে বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফের নামে ২০ শয্যার একটি হাসপাতাল (ট্রমা সেন্টার) প্রতিষ্ঠা এবং ফরিদপুর স্টেডিয়ামকে জাতীয়

স্টেডিয়ামে উন্নীত করে বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফের নামে করার জন্য জনমত গঠন ও সরকারের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য কাজ করছে। আর এ কাজে তাদের সার্বক্ষণিক উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছেন মুকিদুন্নেছা।

ফরিদপুর জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা মৃদুলকান্তি ঘোষ জানান, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণের কাজ আগামী মার্চ মাসে শেষ হবে। স্বাধীনতার মাসেই এটির উদ্বোধন করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বীরশ্রেষ্ঠর বাল্যবন্ধু ও তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক আজহারুল ইসলাম গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর পরিচালনার জন্য সরকারি লোক নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন। নির্মাণকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এটিকে স্থানীয়ভাবে পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সরকারি লোকবল না থাকলে পাঠাগারটির যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন আজহার।

আড়পাড়ার বাড়িতে আলাপকালে মুকিদুন্নেছা জানালেন, 'শেয়াল-কুকুরের মতো পালিয়ে না মরে দেশের জন্য, মানুষের জন্য বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছে আমার ছেলে। ছেলে হারানোতে তাই কোনো কষ্ট নেই। এক ছেলের বদলে লাখো ছেলে পেয়েছি।'

বীরশ্রেষ্ঠর পরিবারকে বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে মাসে সাড়ে সাত হাজার এবং বিডিআরের পক্ষ থেকে এক হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হচ্ছে। নিজের জন্য তাই আর কিছুই চান না এই বীরগর্ভা। তবে স্মৃতিস্তম্ভ, ট্রমা সেন্টার এবং স্টেডিয়ামের নামকরণে এলাকাবাসীর দাবি পূরণ হলে তিনি খুশি হবেন বলে জানান।

একটাই দাবি: যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

এস হাসান মীরণ, নোয়াখালী

বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের বাড়িতে এখন আনন্দের বন্যা। তাঁর জন্মস্থান বাগপাঁছড়া গ্রামের নাম হচ্ছে রুহুল আমিননগর। বাড়ির সামনে তাঁর পরিবারের দেওয়া ২০ শতাংশ জমির ওপর নোয়াখালী জেলা পরিষদ নির্মাণ করছে রুহুল আমিন স্মৃতি জাদুঘর ও গ্রন্থাগার। এটির কাজও প্রায় শেষ। প্রতিদিন এখানে আসছে দূরদূরান্তের লোকজন।

চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র ছয় দিন আগে '৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর খুলনার রূপসায় ঘাতকের গুলিতে শহীদ হন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। '৪৩ সালে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার দেওটি ইউনিয়নের বাগপাঁছড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তিন ভাই, চার বোনের সংসার। '৫১ সালে নৌবাহিনীতে নায়েক হিসেবে চাকরি শুরু করেন। যুদ্ধের সময় অসুস্থ হয়ে মারা যান তাঁর মা-বাবা। তাঁর নিজের তিন মেয়ে, দুই ছেলের মধ্যে মারা গেছেন এক ছেলে। একমাত্র ছেলে শওকত আলী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, বর্তমানে নৌবাহিনীর তৈরি করে দেওয়া বাড়িতে বাস করেন। আর তিন মেয়ে থাকেন চট্টগ্রামে, নৌবাহিনীর দেওয়া বাড়িতে।

গ্রামের বাড়িতে জাদুঘর ও গ্রন্থাগার হওয়ায় দারুণ খুশি বড় মেয়ে নূরজাহান বেগম। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর এই প্রথম সরকার বাবার প্রকৃত মূল্যায়ন করছে। ২০ জুলাই সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ নিজ হাতে তাঁদের দেওয়া ২০ শতাংশ জমিতে স্মৃতি জাদুঘর ও গ্রন্থাগারের ফলক উন্মোচন করেছেন। তাঁরা আশা করেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদদের পাশাপাশি সব মুক্তিযোদ্ধার যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে।

নূরজাহান বেগমের ছেলে সোহেল চৌধুরী জানান, এ মুহূর্তে সরকারের কাছে তাঁদের একটাই দাবি–যুদ্ধাপরাধীদের যথাযথ বিচার। বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের কবর খুলনার রূপসা ফেরিঘাটের কাছে লকপুরে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে। এ কবরকে স্মৃতি জাদুঘর ও গ্রন্থাগারের কাছে নিয়ে এসে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনেরও দাবি জানান তিনি।

শওকত আলীও তাঁর বাবার স্মৃতিতে জাদুঘর হওয়ায় খুব খুশি। কেউ দেখতে এলেই ছুটে গিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন।

গ্রামের লোকজনের অভিযোগ, বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ি আসন থেকে অনেকেই সাংসদ-মন্ত্রী হলেও কেউ বীরশ্রেষ্ঠর পরিবারের দিকে তাকাননি। বীরশ্রেষ্ঠর স্মৃতি ধরে রাখতে নৌবাহিনীই শুধু '৯৪ সালে বাগপাঁছড়া গ্রামে স্থাপন করে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন একাডেমি। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর নৌবাহিনী-প্রধান এক লাখ টাকার অনুদানও দেন। এ ছাড়া বেগমগঞ্জ চৌরাস্তায় প্রশাসনের উদ্যোগে নির্মাণ করা হয়েছে রুহুল আমিন স্মৃতিস্তম্ভ।

রুহুল আমিন একাডেমির দশম শ্রেণীর ছাত্র জাবেদ হোসেন জানায়, এ একাডেমির ছাত্র হিসেবে সে গর্ব বোধ করে।

নোয়াখালী জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শহীদুল ইসলাম জানান, বীরশ্রেষ্ঠর পরিবারের দেওয়া ২০ শতাংশ জমিতেই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মাণ করা হচ্ছে স্মৃতি জাদুঘর ও গ্রন্থাগার। এতে ব্যয় হবে ৬২ লাখ টাকা। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে তিনি আশা করেন। তখন দেশ-বিদেশের মানুষ এসে বীরশ্রেষ্ঠর ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী ও ছবি দেখতে পারবে।

রামনগর এখন মতিনগর

হায়দার আলী, নরসিংদী ও সুমন মোল্লা, ভৈরব

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের পুরাতন জনপদ রামনগরের নাম এখন মতিনগর। এখানেই কেটে ছিল বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের ছেলেবেলা। নামকরণের সব প্রস্তুতি শেষ, তবে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি জেলা প্রশাসন। কিন্তু এলাকার মানুষ এখনই নিজেদের মতিনগরের বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করছে। শুধু তাই নয়, প্রস্তাবিত মতিনগরের রামনগর উচ্চবিদ্যালয়ের পাশেই ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউর রহমান গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর। মাস দুয়েকের মধ্যেই গ্রন্থাগার ও জাদুঘরটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

গত বুধবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, রামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী ছুটির পর বইখাতা হাতে দাঁড়িয়ে আছে নির্মাণাধীন জাদুঘরের সামনে। এখানে কেন এসেছে, জানতে চাইলে তাদের উত্তর, 'শুধু আজগাই আই নাই, প্রতিদিনই এইহ্যানে আহি।' গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করতেই সমস্বরে তিনজনের এক উত্তর, 'মতিনগর'। এই শিশুদের মতো বৃদ্ধ থেকে শুরু করে সবাই এখন গর্বিত নতুন নাম নিয়ে।

মতিউর রহমানের সঙ্গে রামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তেন বৃদ্ধ আব্দুল আজিজ। তিনি জানান, এই দাবিটি গ্রামবাসীর অনেক আগে থেকেই ছিল।

তবে শুধু রামনগরই মতিউর রহমানকে নিয়ে ভাববে–মানতে পারেনি জেলা সদরের কিছু যুবক। জেলা সদর স্টেডিয়ামের নামকরণসহ কয়েক দফা দাবি নিয়ে তারা শুরু করে সামাজিক আন্দোলন। তাদের দাবি মেনে নিয়ে জেলা প্রশাসন চলতি মাসে নরসিংদী স্টেডিয়ামের নাম বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়াম রেখেছে। এরই মধ্যে নামফলক ও সাইনবোর্ড স্থাপনের কাজও হয়ে গেছে। এ দাবির প্রধান উদ্যোক্তা শফিকুর রহমান বলেন, 'আমরা চেয়েছি বীরশ্রেষ্ঠদের শুধু পদবির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নতুন প্রজন্মের কাছে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে। এ জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। ভাবতে ভালো লাগছে আমাদের এই দাবি বাস্তব রূপ নিচ্ছে।' এ ছাড়া ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার প্রবেশপথে তোরণ নির্মাণেরও সিদ্ধান্ত হয়েছে। জেলা প্রশাসন এ তোরণ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়।

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের স্ত্রী মিলি রহমান তাঁর স্বামীর জন্মস্থানে নেওয়া নানা উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন, মতিউর রহমান দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর গ্রামবাসী মতিনগর নামটি গ্রহণ করে এ দেশের সব মুক্তিযোদ্ধাকে যেন বরণ করে নিল।

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ১৯৪১ সালের ২৯ অক্টোবর ঢাকা শহরের ১০৯ নং আগাসাদেক রোডের নিজ 'মোবারক লজ'-এ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে কমিশন লাভ করেন।

১৯৭১ সালে তিনি করাচির পিএএফ বেস মাসরুরে সিনিয়র পাইলট ইন্সট্রাক্টর ও সেফটি অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য মতিউর ৭১ সালের ২০ আগস্ট করাচির মৌরিপুরের বিমানঘাঁটি থেকে টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান ছিনতাই করে ভারতে পালিয়ে আসার সময় শহীদ হন। গত বছর তাঁর দেহাবশেষ দেশে এনে সমাহিত করা হয়।